সমকাল

তারিখ 27 FEB 2016
পৃষ্ঠা 2 কলাম 6

পনেরোতম মুক্তির উৎসব

মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় শপথ শিক্ষার্থীদের

■ সমকাল প্রতিবেদক

প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বহনের প্রত্যয়ে শপথ গ্রহণ করেছে হাজারো কোমলমতি শিক্ষার্থী। 'অসাম্প্রদায়িক মানবিক সমাজ বিনির্মাণের' স্লোগান সামনে রেখে লাল-সবুজ ক্যাপ মাথায় পরে উন্নত দেশ গড়ার অঙ্গীকার করেছে তারা। গতকাল শুক্রবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর আয়োজিত পনেরোতম 'মুক্তির উৎসবে' রাজধানীর ৩৩টি বিদ্যালয়ের প্রায় ১০ হাজার শিক্ষার্থী এ শপথ নেয়।

উৎসবে মুক্তিযোদ্ধারা বলেন, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাদ দিয়ে দেশের উন্নয়ন সম্ভব নয়। মানবতাবিরোধী অপরাধীদের বিচার হওয়া স্বাধীন বাংলাদেশের 'নতুন বিজয়'। ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে এই চেতনা ধারণ করে বাংলাদেশের উন্নয়নে অংশীদার হওয়ার আহ্বান জানান তারা। মুক্তিযোদ্ধা ছাড়াও শপথ গ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের সামনে মুক্তিযুদ্ধের গল্প ও চেতনার কথা বলেন শিক্ষাবিদ, শিল্পী, লেখকসহ বিশিষ্টজন।

সকাল ৯টায় জাতীয় পতাকা উত্তোলনের সঙ্গে ছায়ানটের শিল্পীদের জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশনের মাধ্যমে শুরু হয় অনুষ্ঠান। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি ডা. সারোয়ার আলীর স্বাগত বক্তব্যের পর দেশ গড়তে সবার প্রতি অংশগ্রহণের আহ্বান জানিয়ে নতুন প্রজন্মের শিক্ষার্থীদের শপথ পাঠ করান কুষ্টিয়ার মুক্তিযোদ্ধা নূরুল ইসলাম। এরপর ওয়াইডব্লিউসিএ স্কুল, বধ্যভূমির সন্তানদল, আবদুল্লাহ মেমোরিয়াল হাই স্কুল, বিএন কলেজ এবং ইউসেপ স্কুল অংশ নেয় বিভিন্ন সাংস্কৃতিক পরিবেশনায়।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ফাঁকে ফাঁকে বক্তৃতা করেন মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অধ্যাপক মুহম্মদ জাফর ইকবাল, এসএ গেমসে সাঁতারে স্বর্ণজয়ী মাহফুজা আক্তার শিলা, ভারোত্তোলনে স্বর্ণজয়ী মাবিয়া আক্তার সীমান্ত ও এভারেস্ট বিজয়ী নিশাত মজুমদার।

এ ছাড়াও অনুষ্ঠানের বিভিন্ন পর্বে শিল্পী বুলবুল ইসলাম, ফেরদৌস আরা, বাপ্পা মজুমদার ও মমতাজ সঙ্গীত পরিবেশন করেন।

অনুষ্ঠানে মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক বলেন, 'প্রয়োজনে আরও একবার মুক্তিযুদ্ধ করব। পাকিস্তানি সেনাদের মতো এবারও অশুভ শক্তিরই পরাজয় ঘটবে। আগামী দিনে তোমরাই হবে বঙ্গবন্ধুর সোনার ছেলে, যারা এ দেশকে সুন্দর করে গড়ে তুলবে।'

শিক্ষাবিদ মুহম্মদ জাফর ইকবাল বলেন, 'যখন আমাদের ছেলেমেয়ে, শিক্ষার্থী এবং সরকার মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে থেকেছে বাংলাদেশ তখনই এগিয়ে গেছে। এখন আমি ছেলেমেয়েদের বলি– দেখেছ, যত দেরিই হোক যুদ্ধাপরাধীদের বিচার হচ্ছে। দেশটা কলুষমুক্ত হচ্ছে। পবিত্র করে দেওয়া হচ্ছে তোমাদের জন্য।'

উৎসবে শিক্ষার্থীরা ভ্রাম্যমাণ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শন করে। সেখানে স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রাথমিক পর্ব থেকে শুরু করে বিজয় অর্জন পর্যন্ত বিভিন্ন ঐতিহাসিক উপাদান ছিল। খেলার মাঠের পূর্বপাশে মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন দলিল নিয়ে ছিল বিশেষ প্রদর্শনী। সবশেষে অনুষ্ঠিত হয় আকর্ষণীয় র‍্যাফেল ড্র ও পুরস্কার বিতরণ।